দৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইসব কারণে ভক্তিমার্গটি সর্ব্বথা অকুতোভয়-মঙ্গলস্বরূপ।

এ স্থলে মূল শ্লোকে উক্ত "অয়ং পন্থাঃ"—এই পদটীর অর্থ শ্রীনারায়ণ-ভক্তিমার্গ। ৬।১ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন॥ ৯৩॥

তত্রৈবান্বয়েন সর্ব্বশাস্ত্রফলত্বং সকৈমুত্যমাহ—শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।

পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতেরয়মেবার্থ ঈড়িতঃ শ্লাঘিতঃ। কোঽসৌ মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু বর্ত্ততে তেষাং তত্তদ্‌গুণানাং ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকানামনুশ্রবণং যৎ সোঽয়মিতি। ততঃ সুতরামেব শ্রীমুকুন্দস্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং বাসুদেবপরা বেদা ইত্যাদি, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ইত্যাদি। তথাচ পাদ্মবৃহৎসহস্রনাম্নি—স্মর্ত্তব্যঃ শততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ইতি। তথাচ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গ পুরাণে চ—আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি। অতএব বেদার্পণমন্ত্রঃ—ইতি বিদ্যাতপোযোনিরয়োনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ। ব্রহ্মজ্ঞস্তপতে দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ৩। ১৬॥ শ্রীবিদূরঃ॥ ৯৪॥

সেই প্রসঙ্গে অন্বয়মুখে নিখিল শাস্ত্র-অধ্যয়নের মুখ্য ফলরূপে শ্রীভবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা কৈমুত্যরীতি অবলম্বনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছেন—পুরুষমাত্রের দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমসাধ্য বেদার্থজ্ঞানের এইটিই পরমফলরূপে সমস্ত বিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক উচ্চৈস্বরে প্রশংসিত হইয়াছে। সেই মুখ্য ফলটি কি, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন—যাহাদের হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ বিরাজমান্ আছেন, সেইসকল মহাপুরুষগণের শ্রীমুখ-চন্দ্রবিনিঃসৃত শ্রীহরির সুধামাখা গুণকথা শ্রবণ করা। অর্থাৎ শ্রীহরিতে জাত রতিভক্তজনমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করাই নিখিল বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র অধ্যয়নের মুখ্য ফল। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৯৪॥

এই শ্লোকে শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ যথা—পুরুষমাত্রের বেদতাৎপর্য্যবোধের এইটিই মুখ্য ফলরূপে সর্ব্ব সাধুজনকর্ত্তৃক প্রশংসিত। সেই ফলটি কি, তাহাই বলিতেছেন—যাঁহাদের হৃদয়ে মুকুন্দের চরণারবিন্দ বিদ্যমান আছে, সেইসকল মহাপুরুষ ভক্তবৃন্দের ভক্তিমাখা গুণসমূহের অনবরত যে শ্রবণ, তাহাই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের মুখ্য ফল বলিয়া সাধু-সমাজ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অতএব, ভক্তজনগুণকথা শ্রবণেরই এতাদৃশ অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপে সাধুজনমাত্র উচ্চপ্রশংসা করেন। তাহা হইলে শ্রীমুকুন্দের গুণকথা শ্রবণের যে